International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-IV, January 2016, Page No. 06-18
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

কৃতিসাধক বাক্যে ক্রিয়ার কালরূপ: ইংরাজি ও বাংলার একটি তুলনামূলক আলোচনা

Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India

Abstract

In the present paper we have undertaken a comparative study of the tense forms used in performative sentences in English and Bengali. In English only one tense form is admissible in such cases namely simple present, which is in perfect conformity with the very definition of performitivity. However the problem of performitivity was never studied in traditional Bengali grammar. A preliminary observation of the translation of performative sentences from English reveals that in Bengali three different tense forms which have been traditionally assimilated to simple present, present continuous and simple past of English are used in performative sentences. Hence apparently none of these verb forms fulfill the criteria for performative usage. To explain this apparent anomaly we have carried out an in depth study of performative sentences in Bengali and highlighted the underlying mechanism for functioning of each of the aforesaid tense forms. Then we have brought out the factors that account for the divergence in the functioning of the verbal systems of the two languages.

Key Words: performative, tense, apparent anomaly, traditional grammar, comparative study

ভূমিকা: ভাষাব্যবহারের একটি দিক প্রথাগত ব্যাকরণে অনালোচিত থেকে গেছে। ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ যার আছে তিনিও জানেন Declarative Sentence বা নির্দেশাত্মক বাক্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য কোন বর্ণনা বা বিবরণ দেওয়া। অস্টিন প্রথম দেখান সবক্ষেত্রেই এই উদ্দেশ্যে এমন বাক্যের প্রয়োগ ঘটে না। সীমিত কিছু ক্ষেত্রে কোন কার্যসাধনের উদ্দেশ্যে এই করা হয় । উদাহরণস্বরূপ যখন বলা হচ্ছে " I promise" তখন বক্তার প্রতিজ্ঞা করার বর্ণনা বা বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে না ; এই বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে বক্তা একটি কার্য সম্পাদন করছে, সে "প্রতিজ্ঞা করছে"। এমন প্রয়োগের আরও দৃষ্টান্ত:

(1) I accept
(2) I apologize
(3) I name this ship "Freedom".
(4) I bet one pound
(5) I declare the meeting closed

উক্ত উদাহরণগুলির কোনটিতেই কোন বিবরণ দেওয়া হয় নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বাক্যে উল্লিখিত ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়েছে --- "মেনে নেওয়া" "ক্ষমাপ্রার্থনা করা" "নামকরণ করা" "বাজি রাখা" "ঘোষণা করা" । পক্ষান্তরে "I eat" বলার মধ্য দিয়ে আহার ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় না। এই বাক্যটি বক্তার কৃতকার্যের বিবরণ মাত্র।

প্রথম শ্রেণির বাক্যগুলিকে অস্টিন Performative অভিধায় অভিহিত করেছেন --- যার বাংলায় সৃষ্ট প্রতিরূপ "কৃতিসাধক"। এই শ্রেণির বাক্য থেকে পার্থক্য নির্দেশ করতে পরবর্তী শ্রেণির বাক্যগুলিকে তিনি Constative বলে চিহ্নিত করেছেন।

বলা বাহুল্য সীমিতসংখ্যক কিছু ক্রিয়া যোগেই কৃতিসাধক বাক্য গঠন করা যায়। তেমন ক্রিয়ার উদাহরণ "to declare", "to propose" "to apologize ", "to forgive", "to congratulate" "to welcome" প্রভৃতি। কিন্তু আবশ্যক শর্ত হলেও ক্রিয়াপদের আর্থ বৈশিষ্ট্যই কৃতিসাধক বাক্য গঠনের পর্যাপ্ত শর্ত নয়। কোন বাক্যকে কৃতিসাধক হতে হলে দুটি ব্যাকরণগত শর্ত পূরণ করতে হবে।

প্রথমত বাক্যটি Active Voice বা কর্তৃবাচ্যে থাকলে ক্রিয়ারূপ (এবং ক্রিয়ার কর্তা) হবে উত্তমপুরুষের। বক্তা প্রতিজ্ঞার ক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারে কেবল " I promise" বাক্যটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যদি বলা হয় "You promise" অথবা " He/She promises" তাতে কোন কার্য সম্পাদিত হয় না। শেষোক্ত বাক্যদুটি যথাক্রমে শ্রোতা এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তির কৃত কার্যের বিবরণ। তবে মধ্যম বা উত্তমপুরুষের প্রয়োগ ঘটবে যখন বাক্যটি Passive Voice বা কর্মবাচ্যে থাকবে। " Passengers are requested to fasten their seat-belts" এই বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে "request" বা "অনুরোধ" ক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। একইভাবে মধ্যমপুরুষের প্রয়োগও ঘটতে পারে "You are requested to fasten your seat belts"। তবে উল্লেখ্য দুটি বাক্যের তাৎপর্য " I request the passengers / you to fasten their / your seat belts"।

দ্বিতীয়ত এমন বাক্যে শুধুমাত্র ক্রিয়ার একটি কালরূপই ব্যবহৃত হতে পারে : Simple Present।"I promise" উদাহরণবাক্যটিতে simple present-এর স্থানে অন্য কোন কালরূপ ব্যবহার করলে বাক্যটি তার কৃতিসাধক চরিত্র হারায়। "I promised" অথবা "I will promise" বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় না। বাক্যদুটি যথাক্রমে বক্তার অতীতে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যতে দেয় প্রতিশ্রুতির বিবরণ।

আমাদের আলোচ্য ইংরাজি ও বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার কালরূপ। আমরা দেখলাম ইংরাজির ক্ষেত্রে এই কালরূপটি নির্দিষ্ট রয়েছে ; এই বিষয়ে কোন সংযোজনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ : বাংলায় কৃতিসাধক বাক্যে ক্রিয়ার কোন কালরূপ ব্যবহৃত হবে সেই প্রশ্নের উত্তর বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থে মিলবে না। "কৃতিসাধক" শব্দটি প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে অব্যবহৃত। বাক্যের কৃতিসাধন বিষয়ে অস্টিনের তত্ত্ব নিয়ে বাংলায় প্রথম আলোচনা করেছেন রমাপ্রসাদ দাস। তিনি অস্টিনের বক্তব্য উদাহরণ সহযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর উল্লিখিত শর্তগুলিও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বাংলায় কৃতিসাধক বাক্যে ক্রিয়ার কোন কালরূপ প্রযুক্ত হবে সেই বিষয়ে অধ্যাপক দাস নির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি। বাংলায় যে উদাহরণবাক্যগুলি তাঁর নিবন্ধে তিনি ব্যবহার করেছেন, সেখানে দেখা যায় ক্রিয়ার পুরুষ বিষয়ক পূর্বোক্ত শর্তটি পূরণ করা হলেও ক্রিয়ার কালরূপের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণেই দেখা যায় যে বিভিন্ন উদাহরণবাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কালরূপ : সাধারণ বর্তমান, ঘটমান বর্তমান ও সাধারণ অতীত। উদাহরণ :

(১) আমি তোমায় **অভিনন্দন জানাই।**[১] (সাধারণ বর্তমান)
(২) আমি **বাজি রাখছি** ।[২] (ঘটমান বর্তমান)
(৩) আমি তোমাকে দোষী **সাব্যস্ত করলাম।**[৩] (সাধারণ অতীত)

কালরূপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইংরাজি ও বাংলার এই অসামঞ্জস্যের উপর অধ্যাপক দাস আলোকপাত করেন নি। শুধু কৃতিসাধকের ধারণাটি ব্যাখ্যা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরাজিতে কৃতিসাধক বাক্যে প্রযুক্ত কালরূপের তাৎপর্য: ইংরাজি ও বাংলায় কালরূপের তুলনামূলক আলোচনায় যাওয়ার আগে কৃতিসাধক বাক্যে simple present-এর ব্যবহারের তাৎপর্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। আর্থস্তরে বর্তমান বা presentএর ধারণাটি বিশ্লেষণ করা যাক। বিবৃতিমুহূর্তের (moment of speech) পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্তের (moment of action) অবস্থানের উপর ভিত্তি করে রয়েছে কালের ত্রিমাত্রিক বিভাজন। প্রথম মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মুহূর্তের পূর্বকালীনতা অথবা উত্তরকালীনতা কিংবা দুই মুহূর্তের সমকালীনতা নির্দেশ করতে যথাক্রমে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের ধারণা গড়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য সমকালীনতার তিনটি রূপ কল্পনা করা যেতে পারে।

ক) সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি বিবৃতিমুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একক ঘটনাটি সেইমূহূর্তে আংশিক সমাপ্ত, আংশিক অসমাপ্ত ।
খ) সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি ঠিক বিবৃতিমুহূর্তে নাও ঘটতে পারে। ঘটনাটি অতীতে অর্থাৎ বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে ঘটেছে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ বিবৃতিমুহূর্তের পরেও ঘটবে। ঘটনার অনুষ্ঠানক্ষেত্রটি অনির্দিষ্ট অতীত থেকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত; বিবৃতিমুহূর্তটি সেই কালগত পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।
গ) দুটি মুহূর্ত সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন। সংশ্লিষ্ট একক ঘটনাটি বিবৃতিমুহূর্তে সম্পূর্ণ সমাপ্ত।

আমাদের আলোচনার জন্য বর্তমান বা present এর এই তিনটি সম্ভাব্য ভূমিকাকে আমরা এইভাবে চিহ্নিত করেছি : ক) অগ্রগতিদ্যোতক বর্তমান (progressive present) খ) সামান্য সত্যদ্যোতক বর্তমান (present of universal truth) গ) তাৎক্ষণিক বর্তমান (instantaneous present)

কৃতিসাধনের সংজ্ঞা অনুসারে কৃতিসাধক বাক্যে ব্যবহৃত হবে এমন কালরূপ আর্থস্তরে যা তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা পালন করে। যখন কেবল বাক্যের উচ্চারণের মধ্য দিয়েই বাক্যস্থ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন একথা স্পষ্ট যে বিবৃতিমুহূর্তের বাইরে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্তের কোন অস্তিত্ব নেই।

কৃতিসাধক প্রয়োগের জন্য দুটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক : (ক) কালগত (temporal) (খ) প্রকারগত (aspectual)। কালগত শর্ত অনুসারে উল্লিখিত ঘটনার অবস্থান হতে হবে বিবৃতিমুহূর্তে। এই কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রকারগত শর্ত অনুযায়ী ঘটনাটি একক এবং সম্পূর্ণ সমাপ্ত হতে হবে।

ইংরাজিতে এই ভূমিকা পালন করে simple present । স্কুলপাঠ্য প্রাথমিক ইংরাজি ব্যাকরণের জ্ঞান থেকেই বলা যায় যে ইংরাজিতে অগ্রগতিদ্যোতক বর্তমান ও সামান্য সত্যদ্যোতক বর্তমানের ভূমিকা পালন করে যথাক্রমে present continuous এবং simple present । অর্থাৎ simple present একইসঙ্গে দুটি ভূমিকা পালন করে। এই কালরূপের কথা শুনলে অবশ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর সামান্য সত্যনির্দেশক ভূমিকার কথাই মনে আসে; এর কারণ তাৎক্ষণিক বর্তমানরূপে এই কালরূপের প্রয়োগের ক্ষেত্রটি অনেক সীমিত। তবে প্রাথমিক স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে না থাকলেও যে সব ইংরাজি ব্যাকরণগ্রন্থে ক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে সেখানে simple present -এর এমন প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

এই অংশের আলোচনা শেষ করার আগে আমরা একবার দেখে নেব কৃতিসাধক বাক্যের বাইরে আর কোন কোন ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বর্তমানরূপে simple present-এর প্রয়োগ ঘটে। তাৎক্ষণিক বর্তমানের তাৎপর্য সাম্যক অনুধাবন করার জন্য তার প্রয়োজন আছে। তুলনামূলক আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের দেখে নিতে হবে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলায় কোন কালরূপ প্রযুক্ত হয়।

ইংরাজি ব্যাকরণের বর্ণনা অনুসারে তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকায় simple present-এর প্রয়োগের আর যেসব ক্ষেত্র নির্দিষ্ট সেগুলি হল: ধারাভাষ্য (running commentary) এবং কার্যপ্রণালীপ্রদর্শন (demonstration)।

ধারাভাষ্যের উদাহরণ:

(6) John **moves** forward … he **passes** the ball to Adam… Adam **hits** the ball… G-O- A-L….The spectators **applaud** .

কার্যপ্রণালীপ্রদর্শনের উদাহরণ:

(7) I **take** two eggs and **beat** them ….. I **mix** the baking powder …… I **pour** the cream….. I **add** a little
sugar …… I **stir** it

এই দুটি ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হল যথাক্রমে বিবৃতিমুহূর্ত বক্তার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী এবং বিবৃতিমুহূর্তে বক্তার দ্বারা অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী। উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিটি একক ঘটনা সম্পূর্ণ সমাপ্ত , বিবৃতিমুহূর্ত এবং ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত সম্পূর্ণ এক। সমাপ্ত ঘটনা না হলে present continuous ব্যবহৃত হবে। বলাই বাহুল্য এখানে কোনক্ষেত্রেই simple present ঘটনার পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করছে না। কৃতিসাধক বাক্যের মত এই দুটি ক্ষেত্রেও কালগত ও প্রকারগত শর্ত পূরণ করা হয়েছে।

বাংলা কৃতিসাধক বাক্যে প্রযুক্ত কালরূপ: অধ্যাপক দাস প্রদত্ত পূর্বোক্ত উদাহরণবাক্যগুলিতে যে তিনটি কালরূপের প্রয়োগ দেখা গেল, আপাতদৃষ্টিতে তাদের একটিও কৃতিসাধনের শর্ত পূরণ করছে না। সবচেয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়ে সাধারণ অতীতের প্রয়োগে। বিবৃতিমুহূর্তসমকালীনতার প্রাথমিক শর্তটি স্পষ্টতই লঙ্ঘিত হয়েছ ; বাংলা ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে এই কালরূপ বিবৃতিমুহূর্তপূর্ববর্তী ঘটনা নির্দেশ করে। অন্য দুটি ক্ষেত্রে বিবৃতিমুহূর্তসমকালীনতার শর্তটি পূরণ হলেও কোনক্ষেত্রেই প্রকারগত শর্তটি পূরণ করা হয় নি। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় সেই অনুসারে ঘটমান বর্তমান ও সাধারণ বর্তমান যথাক্রমে অগ্রগতিদ্যোতক বর্তমান এবং সামান্য সত্যনির্দেশক বর্তমানের ভূমিকা পালন করে। এই দুটি কালরূপের কোনটিই তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা নেয় না।

তাৎক্ষণিক বর্তমানের প্রসঙ্গটি প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। বর্তমান কালের আলোচনায় বলা হয়েছে নিয়মিত অনুষ্ঠিত ঘটনা এবং বিবৃতিমুহূর্তে অসমাপ্ত ঘটনা নির্দেশ করতে কোন কালরূপ নির্দিষ্ট রয়েছে : যথাক্রমে সাধারণ বর্তমান ও ঘটমান বর্তমান। কিন্তু যেখানে বিবৃতিমুহূর্তে সম্পূর্ণ সমাপ্ত ঘটনা নির্দেশ করা হচ্ছে, যেখানে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত ও বিবৃতিমুহূর্ত একীভূত হয়ে গেছে সেখানে বাংলায় কোন কালরূপ ব্যবহৃত হবে ? প্রথাগত বৈয়াকরণরা এই বিষয়ে নীরব।

তুলনামূলক আলোচনা: এই তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের নিম্নোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে।

বাংলায় কালরূপের বর্ণনায় যে অসম্পূর্ণতা দেখলাম, প্রথমেই তার পরিপ্রেক্ষিতে সংযোজন আবশ্যক। তারপরেই তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব। প্রথমে আমাদের দেখতে হবে বাংলায় কোন কালরূপ তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা পালন করছে। এমন হওয়া সম্ভব যে উল্লিখিত তিনটি কালরূপের মধ্যে একটি উক্ত ভূমিকা পালন করছে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রটি সীমিত হওয়ার কারণে বাংলা ব্যাকরণে সেই প্রয়োগটি উপেক্ষা করা হয়েছে। সেইক্ষেত্রে কৃতিসাধক বাক্যে বাকি দুটি কালরূপের প্রয়োগ কিভাবে ঘটতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমরা দেখলাম ইংরাজির একটি কালরূপের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেখতে হবে কৃতিসাধক simple present বাংলায় কখন কোন কালরূপের দ্বারা অনূদিত হবে। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদাহরণবাক্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি কালরূপের প্রয়োগের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। প্রতিটি কালরূপের প্রয়োগের শর্ত (বা শর্তাবলী) নির্দেশ করতে হবে। দেখতে হবে কোন একটি কৃতিসাধক বাক্যে ব্যবহৃত কালরূপটির পরিবর্তে অন্য দুটি কালরূপ ব্যবহার করলে কি পরিবর্তন ঘটে --- পুনর্লিখিত বাক্যটি কি সমান গ্রহণযোগ্য থাকে (শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতিগত পরিবর্তন ছাড়া) নাকি সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণযোগ্যতা হারায় অথবা কিছুটা আড়ষ্ট শোনায়।

বাংলায় তাৎক্ষণিক বর্তমান: বর্তমান লেখকের একটি নিবন্ধে কালরূপের আলোচনায় এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল। বাংলায় কৃতিসাধক বাক্যের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে সেই নিবন্ধটি ছিল বাংলার একটি কালরূপের বিশ্লেষণ ; কৃতিসাধনের বিষয়টি শুধু ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানে সেই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।

তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা বাংলার কোন কালরূপের উপর ন্যস্ত রয়েছে তা স্থির করতে আমাদের বেছে নিতে হবে সেইসব উদাহরণ যেখানে বিবৃতিমুহূর্ত আর ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত অভিন্ন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইংরাজিতে যেখানে প্রযুক্ত হয় simple present আমরা দেখব বাংলায় কোন কালরূপ ব্যবহৃত হয়। আমাদের আলোচ্য যেহেতু কৃতিসাধক বাক্য, তাই কৃতিসাধক বাক্য বাদে আর যেসমস্ত ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বর্তমানের প্রয়োগ ঘটে সেই উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করা যাক ।

অব্যবহিত পূর্বে ইংরাজির simple present এর আলোচনায় তাৎক্ষণিক বর্তমানের প্রয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি আমরা চিহ্নিত করেছি : ধারাবিবরণী ও কার্যপ্রণালীপ্রদর্শন। আমরা এবার দেখব বাংলায় সেখানে কোন কালরূপ ব্যবহৃত হয়।

(৪) ধারাভাষ্য : রেফারি বাঁশি **বাজালেন** ..... বিনয় বল নিয়ে **এগিয়ে গেলেন** ..... সুরেশকে বল **পাস করলেন** ..... সুরেশ বল

মারলেন ..... গোল ..... দর্শকরা হর্ষধ্বনি **করে উঠলেন** ।

(৫) কার্যপ্রণালীপ্রদর্শন : তিনটে ডিম **নিলাম**..... একটা পাত্রে ডিমগুলো **ফেটালাম**..... বেকিং পাউডার **মিশালাম**..... এক চামচ চিনি

দিলাম..... একটু. **নাড়লাম** .....

দেখা যাচ্ছে সবক্ষেত্রেই বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে সাধারণ অতীত। এখানে প্রথাগত ব্যাকরণে কালরূপের বর্ণনার সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। বাংলা ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে সাধারণ অতীত অতীতকালে অর্থাৎ বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ সমাপ্ত কোন ঘটনা নির্দেশ করে ; বাংলার এই কালরূপটি simple past এর প্রতিরূপরূপেই পরিগণিত হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সাধারণ অতীত তার ইংরাজি প্রতিরূপের মত কেবল বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে অবস্থিত সমাপ্ত ঘটনাই নির্দেশ করে না, বিবৃতিমুহূর্তে অবস্থিত সমাপ্ত ঘটনাও নির্দেশ করে ; ইংরাজি কালরূপের চেয়ে বাংলার কালরূপের ক্ষেত্রটি আরও প্রশস্ত। অন্যভাবে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ সমাপ্ত হতে হবে, তার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে হতে পারে, আবার বিবৃতিমুহূর্তেও হতে পারে। সংখ্যার বিচারে কম বলে এই প্রয়োগটি প্রথাগত বৈয়াকরণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি 6 এবং 7 নং উদাহরণে যে ভূমিকা পালন করছে simple present, চার ও পাঁচ নং উদাহরণে সেই ভূমিকা পালন করছে সাধারণ অতীত। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়ার কালরূপের উপস্থাপনায় যে অসম্পূর্ণতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংযোজনটি আবশ্যক : বাংলায় তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা বাংলায় পালন করে সাধারণ অতীতরূপে চিহ্নিত কালরূপ।

উল্লেখ্য সাধারণ অতীতের এই প্রয়োগ কিন্তু সম্প্রসারিত প্রয়োগ (extended usage) বা বিকল্প প্রয়োগ নয়। উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে সাধারণ অতীতের স্থানে simple present এর প্রতিরূপ রূপে চিহ্নিত সাধারণ বর্তমান ব্যবহৃত হতে পারে না। ক্রীড়ার ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে ভাষ্যকার কখনই বলবেন না।

(৪ক) রেফারি বাঁশি **বাজান** ..... বিনয় বল নিয়ে **এগিয়ে যান** ..... সুরেশকে বল **পাস করেন** ..... সুরেশ বল **মারেন** ..... গোল ..... দর্শকরা হর্ষধ্বনি **করে ওঠেন**।

সাধারণ অতীতের পরিবর্তে সাধারণ বর্তমানের এমন ব্যবহার হতে পারে যখন পরদিন সংবাদপত্রে সেই বিবরণ দেওয়া হচ্ছে । সাধারণ বর্তমানের এই প্রয়োগ কিন্তু আলঙ্কারিক। এই প্রয়োগ ঘটে অতীতে অর্থাৎ বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে অনুষ্ঠিত ঘটনার জন্য। যেমন ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য তেমনি অতীতে অনুষ্ঠিত অনৈতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে এই কালরূপ ব্যবহৃত হয় --- শেষোক্ত প্রয়োগের উদাহরণ আমরা পাই সংবাদপত্রে এবং সাহিত্যে। সাধারণ বর্তমান এখানে ঘটনার বাস্তব কালগত অবস্থান নির্দেশ করে না; এই প্রয়োগ হয় শৈলীগত (stylistic) বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু সাধারণ বর্তমানের এই প্রয়োগ আমাদের এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। এই আলোচনায় যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে বাংলাভাষী বক্তা তার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সমাপ্ত ঘটনা বা ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে কখনই সাধারণ বর্তমান ব্যবহার করে না।

পাঁচ নং উদাহরণে যদি আমরা সাধারণ অতীতের স্থানে সাধারণ বর্তমান ব্যবহার করি তাহলে উপস্থাপিত ঘটনাগুলির চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যদি বলা হয়

(৫ক) তিনটে ডিম **নিই**..... একটা পাত্রে ডিমগুলো **ফেটাই**..... বেকিং পাউডার **মিশাই**..... এক চামচ চিনি **দিই**..... একটু **নাড়ি** .....

তাহলে ঘটনাগুলি বিবৃতিমুহূর্তে সমাপ্ত ঘটনারূপে প্রতীত হয় না। "তিনটে ডিম **নিই**" বলার অর্থ বক্তা এই মুহূর্তে তিনটে ডিম নিতে যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত নেয় নি। যেমন কেউ ডাকলে সাড়া দিয়ে বলা হয় "যাই"। পরবর্তী ক্রিয়াপদগুলির ক্ষেত্রেও সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগের তাৎপর্য একই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিবৃতিমুহূর্তের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী মুহূর্তে অবস্থিত ঘটনার বিবরণের জন্য প্রয়োগ করা গেলেও বিবৃতিমহূর্তে স্থিত সমাপ্ত ঘটনার জন্য সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগ হয় না। অর্থাৎ বাংলায় সাধারণ বর্তমান তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা পালন করতে পারে না।

চার এবং পাঁচ নং উদাহরণে সাধারণ অতীতের স্থানে ঘটমান বর্তমানের ব্যবহার করলে উল্লিখিত ঘটনাগুলি বিবৃতিমুহূর্তে অসমাপ্ত ঘটনারূপে প্রতীত হবে।

(৪খ) রেফারি বাঁশি **বাজাচ্ছেন** ..... বিনয় বল নিয়ে **এগিয়ে যাচ্ছেন** ..... সুরেশকে বল **পাস করছেন** ..... সুরেশ বল **মারছেন**

..... গোল ..... দর্শকরা হর্ষধ্বনি **করে উঠছেন** ।

(৫খ) তিনটে ডিম **নিচ্ছি**..... একটা পাত্রে ডিমগুলো **ফেটাচ্ছি**..... বেকিং পাউডার **মিশাচ্ছি**..... এক চামচ চিনি **দিচ্ছি**.....

একটু **নাড়ছি** .....

চার-চার(খ) এবং পাঁচ-পাঁচ(খ) দুটি জোড়ে সাধারণ অতীত ও ঘটমান বর্তমানের পার্থক্য কালগত নয়, প্রকারগত। তাৎক্ষণিক বর্তমাননির্দেশক simple present এবং present continuous এর মধ্যে যে পার্থক্য বাংলার কালরূপের মধ্যে সেই পার্থক্য। সাধারণ বর্তমানের মত ঘটমান বর্তমানও তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা পালন করতে পারে না।

এই অংশের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাংলায় সাধারণ অতীত এবং শুধুমাত্র সাধারণ অতীতই তাৎক্ষণিক বর্তমানের ভূমিকা পালন করতে পারে --- যে ভূমিকা ইংরাজিতে পালন করে simple present ।

কৃতিসাধক বাক্যে সাধারণ অতীত: সাধারণ অতীতের প্রথাগত ব্যাকরণে অনালোকিত যে প্রয়োগের উপর আলোকপাত করা হল, তারপর কৃতিসাধক বাক্যে এই ক্রিয়ারূপের ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না ; বরং এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাই সৃষ্টি হয় যে বাংলায় কৃতিসাধক বাক্যে শুধুমাত্র এই ক্রিয়ারূপের প্রয়োগই বিধিসম্মত। অথচ আমরা দেখলাম এই ক্ষেত্রে আরও দুটি কালরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। নিবন্ধের পরবর্তী আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব। এখন সাধারণ অতীতযুক্ত কিছু কৃতিসাধক বাক্য পর্যালোচনা করা যাক।

(৬) **কথা দিলাম** তোমাকে সাহায্য করব।

সাধারণ অতীত এখানে বক্তার অতীতে দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করছে না। প্রতিশ্রুতির প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়েছে বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে নয়, বিবৃতিমুহূর্তেই। "কথা দিলাম" এখানে "I promise"-এর সমতুল, "I promised"-এর নয় ---- যদিও "I promised" এর অনুবাদও হবে "কথা দিলাম" । পরবর্তী উদাহরণগুলিতেও এই কালরূপের প্রয়োগ একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

(৭) আমি আমার পুত্রকে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী **ঘোষণা করলাম** ।

(৮) আমি এই জাহাজের **নাম রাখলাম** "জলদেবী"।

(৯) আমি আসামীকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে **দণ্ডিত করলাম।**

(১০) আমি তোমাকে স্ত্রী / স্বামীরূপে **মেনে নিলাম**।

(১১) আমি এই পদ থেকে **ইস্তফা দিলাম**।

কৃতিসাধক প্রয়োগের সব শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও সব কৃতিসাধক বাক্যে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ হয় না। ইংরাজির দুটি কৃতিসাধক বাক্য বাংলায় অনুবাদ করে দেখা যাক:

(8) I **request** the spectators to switch off their mobile phones.

--- আমি দর্শকদের **অনুরোধ করছি** তাঁরা যেন তাঁদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখেন।

(9) I **congratulate** you

--- আমি তোমাকে **অভিনন্দন জানাই** ।

অনূদিত উদাহরণবাক্যগুলিতে ঘটমান বর্তমান ও সাধারণ বর্তমানের স্থানে সাধারণ অতীতের ব্যবহার কোনভাবে সম্ভব নয়। অনুরোধ করতে বা অভিনন্দন জানাতে কোন বাংলাভাষী বক্তা বলবে না :

* আমি দর্শকদের **অনুরোধ করলাম** তাঁরা যেন তাঁদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেন।

* আমি তোমাকে **অভিনন্দন জানালাম** ।

বিচ্ছিন্নবাক্যরূপে উপরোক্ত বাক্যদুটি ব্যাকরণসম্মত হলেও কৃতিসাধক বাক্যরূপে তারা গ্রহণযোগ্য নয়। বাক্যদুটি শুধু সদ্য অতীতে অনুষ্ঠিত ঘটনা নির্দেশ করতে পারে।

কৃতিসাধক বাক্যে ঘটমান বর্তমান

ছয় থেকে এগার নং উদাহরণবাক্য পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের স্থানে ঘটমান বর্তমান প্রযুক্ত হতে পারে।

(৬ক) **কথা দিচ্ছি** তোমাকে সাহায্য করব।

(৭ক) আমি আমার পুত্রকে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী **ঘোষণা করছি** ।

(৮ক) আমি এই জাহাজের **নাম রাখছি** "জলদেবী"।

(৯ক) আমি আসামীকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে **দণ্ডিত করছি।**

(১০ক) আমি তোমাকে স্ত্রী / স্বামীরূপে **মেনে নিচ্ছি।**

(১১ক) আমি এই পদ থেকে **ইস্তফা দিচ্ছি** ।

ছয় -ছয়(ক) থেকে এগার - এগার (ক) পর্যন্ত প্রতিটি জোড়ের দুটি বাক্যই কৃতিসাধক বাক্যরূপে সমান গ্রহণযোগ্য। এই বাক্যগুলিতে সাধারণ অতীত অথবা ঘটমান বর্তমানের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বক্তার ইচ্ছাধীন। কৃতিসাধক বক্যে সাধারণ অতীতের প্রয়োগের নূতন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এইক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতাদ্যোতক ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগের ব্যাখ্যা করতে হবে।

ধারাভাষ্য বা কার্যপ্রণালীপ্রদর্শনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি সাধারণ অতীত ও ঘটমান বর্তমানের পার্থক্য প্রকারগত --- simple present ও present continuous কালরূপের মধ্যে যে পার্থক্য। সমাপ্তি/অসমাপ্তির বা সম্পূর্ণতা/অসম্পূর্ণতার ধারণা দিয়ে এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু উপরোক্ত জোড়েগুলির ক্ষেত্রে ওই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। ছয় ও ছয় (ক) বাক্যদুটি নেওয়া যাক। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই নয় যে প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদানের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা অসম্পূর্ণ। দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে --- প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণতা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তবে ঘটমান বর্তমানের বিকল্প প্রয়োগ কেন ?

সমাপ্তিদ্যোতক ও অসমাপ্তিদ্যোতক এই দুই কালরূপের প্রয়োগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হলে সমাপ্তি/ অসমাপ্তি বা সম্পূর্ণতা/অসম্পূর্ণতার ধারণাটি আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন। প্রতিটি জোড়ের উদাহরণবাক্যদুটিতে উল্লিখিত কার্যসম্পাদনের বিষয়টিকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা যায়। যেমন ছয় ও ছয়(ক) উদাহরণবাক্যদুটিতে এই প্রতিশ্রুতিদানের তাৎপর্য দুভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমত বলা চলে শ্রোতার সাহায্যের প্রয়োজন, সে বক্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী ছিল।প্রতিজ্ঞাবাক্যটি উচ্চারণ করে বক্তা তাকে আশ্বস্ত করল, শ্রোতার প্রত্যাশা পূরণ হল, তার সমস্যার নিরসন হল। অবসানদ্যোতক সাধারণ অতীত শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিদানের প্রক্রিয়ার অবসান নির্দেশ করছে না, সেইসঙ্গে পূর্ববর্তী একটি পর্বেরও অবসান নির্দেশ করছে --- এক্ষেত্রে যে পর্ব ছিল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার।

অন্যদিকে এই প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বক্তা বিবৃতিপরবর্তী কোন পর্বে শ্রোতাকে সাহায্য করতে দায়বদ্ধ হল। প্রতিশ্রতিদানের প্রক্রিয়াটি বিবৃতিমুহূর্তে সমাপ্ত হলেও দায়বদ্ধতার সমাপ্তি ঘটছে না, সেই দায়বদ্ধতা বিবৃতিপরবর্তী কোন অনির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত প্রসারিত। ঘটনাপ্রক্রিয়ার বিস্তৃতি নয়, ঘটনার পরিণতির বিস্তৃতির রূপটি প্রতিফলিত হয় ব্যাপ্তিদ্যতক ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগে। এইক্ষেত্রে ঘটমান বর্তমানের অকৃতিসাধক একটি প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

(১২) আমি কলকাতার একটি সংস্থা থেকে **আসছি**।

এই বাক্যটিতে ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগের তাৎপর্য এই নয় যে বক্তা বিবৃতিমুহূর্তে তার গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছয় নি। বলাই বাহুল্য সেইমুহূর্তে বক্তা শ্রোতার সামনে উপস্থিত। অনুমান করা চলে যে সে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে --- যেমন কোন উৎপাদিত বস্তু বিক্রি করা, সংস্থার কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রোতাকে অবহিত করা ইত্যাদি। সেই উদ্দেশ্য তখনও পূরণ হয় নি। তার "আসা"কে অসমাপ্তরূপে চিহ্নিত করে বক্তা যেন সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে --- আসার উদ্দেশ্য সফল হলেই যেন "আসা" ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে। ঘটমান বর্তমান বাস্তবে সমাপ্ত ঘটনাকে অসমাপ্তরূপে উপস্থাপনা করে ভাবনায় তাকে দীর্ঘায়িত করে; সমাপ্তির পরও তার রেশটুকু ধরে রাখে। ঘটমান বর্তমানের এই বৈশিষ্ট্যই কৃতিসাধক বাক্যে প্রয়োগের ভিত্তি।

দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুতিদানের মধ্য দিয়ে যেমন প্রত্যাশা পূরণ হল, প্রতীক্ষার অবসান ঘটল তেমনিভাবে একইসঙ্গে নূতনতর প্রত্যাশা জাগল, নূতনতর প্রতীক্ষার শুরু হল (কখন বক্তা তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে)। একই ঘটনাকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সম্ভাবনা দুই কালরূপের প্রয়োগে প্রতিফলিত।

এই বক্তব্যের আলোকে আমরা অন্য উদাহরণবাক্যগুলির দুটি কালরূপের ব্যাখ্যা করতে পারি।প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিবৃতির মধ্য দিয়ে বিবৃতিপূর্ববর্তী পর্বের কোন সমস্যা বা প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে। প্রশ্নগুলি হল বক্তার উত্তরাধিকারের প্রশ্ন, জলযানের নামকরণের প্রশ্ন, আসামীর অপরাধের কারণে শাস্তিদানের প্রশ্ন, স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনের প্রশ্ন, সভাপতির পদে বক্তার থাকা বা না থাকার প্রশ্ন। বক্তার কথাতে একটি পর্বের অবসান ঘটে। অন্যদিকে এর ফলে বিবৃতিমুহূর্তের পরেও ঘটনার প্রভাব থেকে যাচ্ছে --- বক্তার পুত্র নূতন পরিচয় লাভ করছে, সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে, নামহীন জলযানটি একটি নাম পাচ্ছে, সম্পর্কহীন দুজন নরনারী একটি সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, বক্তা সভাপতির ওই পদে আর অধিষ্ঠিত নন।

সামগ্রিকভাবে বলা চলে সাধারণ অতীত বিবৃতিমুহূর্তে একটি প্রক্রিয়ার অবসান এবং সেইসঙ্গে পূর্ববর্তী একটি পর্বেরও অবসান নির্দেশ করে। অন্যদিকে ঘটমান বর্তমান বিবৃতিমুহূর্তে একটি প্রক্রিয়ার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্ত থেকে একটি নূতনতর পর্বের সূচনা নির্দেশ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সব কৃতিসাধক ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেই এমন দ্বিমাত্রিক তাৎপর্য আরোপ করা চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী বা পরবর্তী একটি পর্বের সঙ্গেই কৃতকার্যের যোগসূত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেইসমস্ত ক্ষেত্রে এই দুটি ক্রিয়ারূপ পরস্পর প্রতিবিনিময়যোগ্য থাকে না , সেইসব ক্ষেত্রে যে কোন একটি কালরূপের প্রয়োগই গ্রহণযোগ্য হয়।

যে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারণ অতীতের ব্যবহারই রীতিসম্মত তেমন কৃতিসাধক ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত “ক্ষমা করা”।

(১৩) আমি তোমার সব অপরাধ **ক্ষমা করলাম**।

ক্ষমা করার তাৎপর্য বক্তা শ্রোতার পূর্বকৃত অন্যায় সম্বন্ধে আর কিছু বলবে না, সব কিছু সে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাবে। যে মনোমালিন্য, ক্ষোভ (বা যে কোন নেতিবাচক অনুভূতি) সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন শুধুই অতীতের, বক্তার কথাতে সেই পর্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটল। “ক্ষমা করা”র রেশটুকু দীর্ঘায়িত করার প্রশ্ন ওঠে না ; তাতে সেই পুরানো কথাকেই আবার মনে করিয়ে দেওয়া হবে। সেইকারণে এইক্ষেত্রে ঘটমান বর্তমানের ব্যবহার স্বচ্ছন্দ নয়। ক্ষমা করার জন্য কোন বাংলাভাষী বক্তা বলবে না

(১৩ক) আমি তোমার সব অপরাধ **ক্ষমা করছি**।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঘটমান বর্তমানের ব্যবহার ঘটবে তেমন কৃতিসাধক ক্রিয়াপদগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত। প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত ক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ **:** “ ক্ষমা চাওয়া”, “অনুরোধ করা”, “ আদেশ দেওয়া”, “ অনুরোধ করা”, “ প্রস্তাব করা”, “সমর্থন করা”, “বিরোধিতা করা”, “প্রতিবাদ করা”, “দুঃখপ্রকাশ করা”।

(১৪) আমি তোমার কাছে **ক্ষমা চাইছি**
(১৫) আমি এই ঘটনার জন্য আন্তরিক **দুঃখপ্রকাশ করছি**।
(১৬) আমি **আদেশ দিচ্ছি** অভিযুক্ত পলাতককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক ।
(১৭) আমি আপনাকে বিষয়টা আর একবার ভেবে দেখতে **অনুরোধ করছি।**
(১৮) **—** আমি এই সভাপতিপদে বিনয়বাবুর নাম **প্রস্তাব করছি।**
— আমি এই প্রস্তাব **সমর্থন করছি**।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃতকার্যের অভিমুখ বিবৃতিমুহূর্তপরবর্তী কোন পর্বের দিকে। কোথাও এখানে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়নি। বক্তার আচরণের লক্ষ্য পরবর্তী ঘটনা বা ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করা। বক্তা যখন ক্ষমাপ্রার্থনা বা দুঃখপ্রকাশ করছে তখন তার লক্ষ্য শ্রোতার পরবর্তী আচরণ। সে এই আশাতে আছে যে শ্রোতা তাকে ক্ষমা করে দেবে। যদি বলা যায় যে অতীতের তিক্ততার পর্বের অবসান ঘটাতেই এই ক্ষমাপ্রার্থনা বা দুঃখপ্রকাশ তাহলে বলতে হয় চৌদ্দ, পনের নং বাক্যগুলির উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কেবলমাত্র শ্রোতার দিক থেকে প্রত্যাশিত আচরণের দ্বারাই এই লক্ষ্যপূরণ

হতে পারে। ক্ষমাপ্রার্থনা ও দুঃখপ্রকাশের সঙ্গে পূর্ববর্তী পর্বের যোগসূত্রের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী পর্বের যোগসূত্র। একইভাবে "আদেশ" বা "অনুরোধ" করার মধ্য দিয়ে অতীতের পর্বের অবসান হয় না। "আদেশ" বা "অনুরোধ" করার অর্থ বক্তা পরবর্তী পর্বে শ্রোতা বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার মনোগত ইচ্ছার রূপায়ণ দেখতে চায়। সভাপতির নাম প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সভাপতিত্বের প্রশ্নের মীমাংসা করা হচ্ছে না। এইক্ষেত্রে নামটি পূর্বনির্ধারিত। আনুষ্ঠানিক নামঘোষণা এবং আনুষ্ঠানিক সমর্থন — দুটি ক্ষেত্রেই বক্তার লক্ষ্য রীতিসম্মতভাবে সভার কাজ শুরু করা।

যেখানে পূর্ববর্তী পর্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্য প্রধান নয়, যেখানে পরবর্তী পর্বের প্রতি প্রত্যাশাই প্রধান সেখানে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ ঘটে না। বাংলাভাষী বক্তা বলবে না :

(১৪ক) * আমি তোমার কাছে **ক্ষমা চাইলাম ।**
(১৫ক) * আমি এই ঘটনার জন্য আন্তরিক **দুঃখপ্রকাশ করলাম**।
(১৬ক) * আমি **আদেশ দিলাম** অভিযুক্ত পলাতককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক ।
(১৭ক) * আমি আপনাকে বিষয়টা আর একবার ভেবে দেখতে **অনুরোধ করলাম।**
(১৮ক) — * আমি সভাপতিপদে বিনয়বাবুর নাম **প্রস্তাব করলাম।**
— * আমি এই প্রস্তাব **সমর্থন করলাম**।

সাধারণ অতীতের প্রয়োগে যে বাধার কথা আমরা বললাম তা হল সাধারণ নিয়ম। বিশেষ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এইসমস্ত কৃতিসাধক ক্রিয়াপদগুলির জন্য সাধারণ অতীতের প্রয়োগ হয়তো হতে পারে। চৌদ্দ (ক) নং উদাহরণবাক্যটি সাধারণভাবে শুনতে বিসদৃশ লাগে। সাধারণ অতীতের প্রয়োগ তখনই হতে পারে যদি ধরে নেওয়া হয় যে বক্তা ক্ষমা চাইতে অসম্মত ছিল, বারবার চাপ দেওয়ার জন্য বা জোরজুরি করাতে, অন্যদের চুপ করাতে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে অবশেষে সে ক্ষমা চাইল। দুঃখপ্রকাশের ক্ষেত্রেও এমন কোন পরিস্থিতি কল্পনা করা যেতে পারে। একইভাবে প্রস্তাব করা বা সমর্থন করার ক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের প্রয়োগের তাৎপর্য এই দাঁড়াবে যে বক্তা প্রথমে প্রস্তাব করার বা সমর্থন করার বিপক্ষে ছিল (অথবা এই বিষয়ে সে নিঃস্পৃহ ছিল), তাকে চাপ দেওয়াতে বা পীড়াপীড়ি করাতে বা নিজে চিন্তাভাবনা করার পর অবশেষে সে প্রস্তাব করছে বা সমর্থন করছে। তবে "অনুরোধ করা" ক্রিয়াপদের এই প্রয়োগ হতে পারে এমন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা খুবই কঠিন, হয়তো অসম্ভব। যাই হোক এই প্রয়োগগুলিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি কারণ এই প্রয়োগগুলি ঘটে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী বা অনেকটা কষ্টকল্পিত পরিস্থিতিতে।

এবার আমরা দ্বিতীয় শ্রেণির কৃতিসাধক ক্রিয়াপদের আলোচনায় আসব । এইসমস্ত ক্রিয়াপদের মাধ্যমে বক্তা তার অনুভুতি বা আবেগ ব্যক্ত করে। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াগুলির মধ্যে কয়েকটি হল : "অভিনন্দন জানানো", "শুভেচ্ছা জানানো" স্বাগত জানানো" "ধন্যবাদ জানানো /দেওয়া" " প্রণাম জানানো" " প্রার্থনা করা" "আশীর্বাদ করা", "ধিক্কার জানানো" ।

(১৯) আমি সকলকে বিজয়ার **প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি**।
(২০) আমি আগত প্রতিনিধিদের **স্বাগত জানাচ্ছি**।
(২১) আপনাদের বিবাহের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আমার পরিবারের পক্ষে থেকে দুজনকে **অভিনন্দন জানাচ্ছি** ।
(২২) আমি ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি রায়বাবুর সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন **কামনা করছি** ।
(২৩) **আশীর্বাদ করছি** অনেক বড় হও, পরিবারের মুখ উজ্জ্বল কর।
(২৪) এই বিপদে সাহায্য করার জন্য আমি আপনাকে **ধন্যবাদ জানাচ্ছি**।

বক্তার উদ্দেশ্য যখন হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করা তখন এমন কালরূপের প্রয়োগই প্রত্যাশিত যা নিস্পন্ন ক্রিয়ার রেশ ধরে রাখে, যা দীর্ঘস্থায়িত্বের অনুভূতি সঞ্চার করে। ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগ সেই বক্তার সেই উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সেই একই যুক্তিতে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ এই সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সমাপ্তিদ্যোতক এই কালরূপ আবেগের গভীরতা প্রকাশের অনুকূল নয়।

এই শ্রেণির ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ ঘটতে পারে যেমন আমরা প্রথম শ্রেণির ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ "আশীর্বাদ করা" ক্রিয়াটি নেওয়া যাক। আশীর্বাদ করতে গিয়ে কেউ সাধারণভাবে তেইশ নং উদাহরণের পরিবর্তে বলবে না:

(২৩ক) * **আশীর্বাদ করলাম** অনেক বড় হও, পরিবারের মুখ উজ্জ্বল কর।

এর কারণ এই আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে অতীত কোন পর্বের অবসান ঘটে না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যাশা জাগে। কিন্তু এইক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে "আনন্দমঠ" উপন্যাসে ভবানন্দের প্রতি অন্তরালস্থিত সত্যানন্দের উক্তি

(২৫) ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে **— আশীর্ব্বাদ করিলাম** ।[৫]

ভবানন্দ পরস্ত্রীকে প্রেমনিবেদন করার পর ধর্মচ্যুত হয়েছেন ভেবে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত। তিনি অদৃশ্য গুরুর উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থনা জানান যেন ধর্মে তাঁর মতি থাকে। সত্যানন্দ আশীর্বাদ করে তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁর মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন। তাই এইক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ অযৌক্তিক নয়। যেখনে আকুলভাবে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং তারপর আশীর্বাদ দেওয়া হচ্ছে সেখানে এই কালরূপের প্রয়োগ ঘটতে পারে। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আশীর্বাদ করতে গিয়ে আশীর্বাদক সাধারণভাবে এই কালরূপ ব্যবহার করবে না। তবে "ধন্যবাদ জানানো" "অভিনন্দন জানানো" "স্বাগত জানানো" "প্রণাম জানানো", "নিন্দা করা" প্রভৃতি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এমন প্রয়োগের কথা ভাবা খুবই কঠিন। তেমন পরিস্থিতি নিতান্তই কষ্টকল্পিত।

প্রথম শ্রেণির ক্রিয়াপদের থেকে এই শ্রেণির ক্রিয়াপদের পার্থক্য এই যে প্রথম ক্ষেত্রে ঘটমান বর্তমানের একাধিপত্য, দ্বিতীয় শ্রেণির ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রয়োগ ঘটতে পারে। পরবর্তী অংশে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

কৃতিসাধক বাক্যে সাধারণ বর্তমান: পূর্ববর্তী অংশের উনিশ থেকে চব্বিশ নং উদাহরণগুলিতে ঘটমান বর্তমানের স্থান নিতে পারে সাধারণ বর্তমান। পুনর্লিখিত সেইসব উদাহরণবাক্যগুলি দিয়ে আমরা এই অংশের আলোচনা শুরু করব।

(১৯ক) আমি সকলকে বিজয়ার **প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই** ।
(২০ক) আমি আগত প্রতিনিধিদের **স্বাগত জানাই** ।
(২১ক) আপনাদের বিবাহের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আমার পরিবারের পক্ষে থেকে দুজনকে **অভিনন্দন জানাই** ।
(২২ক) আমি ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি রায়বাবুর সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন **কামনা করি** ।
(২৩ক) **আশীর্বাদ করি** অনেক বড় হও, পরিবারের মুখ উজ্জ্বল কর।
(২৪ক) এই বিপদে সাহায্য করার জন্য আমি আপনাকে **ধন্যবাদ জানাই**।

উল্লেখ্য এইসব ক্ষেত্রে ঘটমান বর্তমানের চেয়ে সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। একথা বলা যাবে না যে উনিশ থেকে চব্বিশ নং বাক্যগুলি আড়ষ্ট বা বিসদৃশ। তবে যে কোন বাঙালি ওই পরিস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ বর্তমানই ব্যবহার করবে।

এখানে একক ঘটনার জন্য পুনরাবৃত্তিদ্যোতক সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই প্রয়োগের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এই কালরূপের অকৃতিসাধক একটি ব্যবহারের আলোচনা করতে হবে। বিবৃতিমুহূর্তে অসমাপ্ত একক ঘটনার জন্য ঘটমান বর্তমান নির্দিষ্ট থাকলেও সীমিত কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ বর্তমানের বিকল্প ব্যবহার হতে পারে।

(২৬) **বল** কি !
(২৭) আরে আরে, **কর** কি, **কর** কি !

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগের মাধ্যমে "বলা" বা "করা" ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করা হচ্ছে না। ব্যাকরণের রীতি অনুসারে এখানে ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগই প্রত্যাশিত। যদি শ্রোতার বক্তব্য বা আচরণ বক্তার বোধগম্য না হয় তখন সে বলবে

(২৬ক) কি **বলছ ?**
(২৭ক) কি **করছ ?**

কিন্তু এই ক্ষেত্রে বক্তার কোন জিজ্ঞাস্য নেই। সাধারণ বর্তমান ব্যবহৃত হতে পারে শুধু সেইসব পরিস্থিতিতে যেখানে শ্রোতা যা বলছে বা যা করছে তা অবিশ্বাস্য, বা অভাবনীয় এবং বক্তা বিস্ময়বিহ্বল, হতভম্ব বা প্রবল অস্বস্তিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রোতা হয়তো প্রচণ্ড রাগে ভাঙচুর করতে যাচ্ছে, কিংবা বক্তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে এবং বক্তা

তাকে নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট। প্রথম ক্ষেত্রে বক্তার অনুভূতি মুগ্ধতারও হতে পারে। পুনরাবৃত্তিনির্দেশক সাধারণ বর্তমান এখানে ঘটনার পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করছে না, নির্দেশ করছে ঘটনার অনুষ্ঠানে বক্তার হৃদয়ে সঞ্চারিত আবেগের প্রাবল্য। যে ঘটনা এত তীব্র অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে তা যেন একক ঘটনা হতে পারে না। সাধারণ বর্তমানের এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেই একক ঘটনার উপর বহুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

এই যুক্তিই কৃতিসাধক বাক্যে সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগের ভিত্তি। "অভিনন্দন জানাই" বলে বক্তা যেন এই অনুভূতির সৃষ্টি করতে চায় যে এই অভিনন্দন শুধুমাত্র এই এক মুহূর্তের জন্য নয়, যেন সে বারবারই অভিনন্দন জানাচ্ছে। একইভাবে "স্বাগত জানানো" "শুভেচ্ছা জানানো" "আশীর্বাদ করা" "ধন্যাবাদ দেওয়া" "ধিক্কার জানানো" প্রভৃতি সমস্ত আবেগজ্ঞাপক ঘটনাগুলি যেন আর নির্দিষ্ট কোন কালগত পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না ; সামান্য সত্যদ্যোতক কালরূপের ব্যবহারে সেই পরিধির সীমানা অতিক্রম করে তারা যেন চিরকালীন রূপ নেয়। সমাপ্ত ঘটনার জন্য ঘটমান বর্তমানের প্রয়োগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা বলেছি অসমাপ্তিদ্যোতক ক্রিয়ারূপের এই ব্যবহার আবেগের ব্যাপ্তির রূপায়ণের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু ঘটমান বর্তমান একক ঘটনা নির্দেশ করে। সাধারণ বর্তমান একক ঘটনার উপর কল্পবহুত্ব আরোপ করে আবেগের প্রকাশকে তীব্রতর করে তোলে।

ভাববাচ্যে কৃতিসাধক প্রয়োগ: এযাবৎ আমরা দেখলাম কৃতিসাধক বাক্যগুলি সবই কর্তৃবাচ্যে। আমরা দেখেছি ইংরাজিতে Passive Voiceএ হতে পারে। এমন কৃতিসাধক বাক্য যদি বাংলায় অনুবাদ করা যায় তাহলে সেই অনুবাদ কর্মবাচ্যে হবে না। এই উদাহরণবাক্যটি নেওয়া যাক:

8) Passengers are requested to fasten their seatbelts

এর অনুবাদ এইভাবে হতে পারে না

* যাত্রীরা সিটবেল্ট বেঁধে নিতে **অনুরুদ্ধ হচ্ছেন**।

কর্মবাচ্যে অনুবাদ সম্পূর্ণ হাস্যকর হবে। এক্ষেত্রে অনুবাদ হবে ভাববাচ্যে:

যাত্রীদের সিটবেল্ট বেঁধে নিতে **অনুরোধ করা হচ্ছে** ।

ভাববাচ্যে কৃতিসাধক প্রয়োগের সুযোগ অনেক কম। এই আলোচনায় এখন পর্যন্ত যে সমস্ত উদাহরণবাক্য আমরা দেখলাম তাদের সবগুলিকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করা যাবে না। এই প্রয়োগ তখনই ঘটতে পারে যখন উল্লিখিত কর্মটি নিষ্পন্ন হচ্ছে কোন জনসমষ্টির দ্বারা বা জনসমষ্টির নামে --- যেমন পরিচালন সমিতি, সংস্থা, দল প্রভৃতি। যেখানে বক্তা এককভাবে ক্রিয়াসম্পাদন করছে সেখানে এই প্রয়োগ ঘটবে না। এই কারণে পরের উদাহরণবাক্যগুলি গ্রহণযোগ্য নয়:

(২৮) * হাজার টাকা **বাজি ধরা হল** ।

(২৯) * এই প্রস্তাব সমর্থন **করা হল** ।

(৩০) * তোমার কাছে **ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে** ।

(৩১) * আমার একমাত্র পুত্রকে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী **ঘোষণা করা হল / ঘোষণা করা হচ্ছে**।

এবার কালরূপের প্রসঙ্গে আসা যাক । ভাববাচ্যে সাধারণ বর্তমানের কৃতিসাধক প্রয়োগ হতে পারে না। উদ্দেশ্য যখন হৃদয়ের আবেগের তীব্রতা প্রকাশ তখন বক্তা স্বয়ং উপস্থিত থেকে শ্রোতা বা শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত থাকবেন সেটাই প্রত্যাশিত। সেইক্ষেত্রে একটা নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনাকৌশল অবলম্বন করাটা বক্তার লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।

এবার বাকি রইল সাধারণ অতীত ও ঘটমান বর্তমান। প্রথম কালরূপটি ব্যবহৃত হবে যে ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হচ্ছে এবং এরপর শ্রোতা বা অন্য কোন ব্যক্তির করণীয় নেই ; তারা যা করবে তা এইক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের বিবেচ্য নয়।

(৩২) বিনয় করকে দল থেকে পাঁচ বছরের জন্য **বহিষ্কার করা হল**।

(৩৩) রঞ্জন মৈত্রকে সমিতির কোষাধ্যক্ষপদে **নিয়োগ করা হল** ।

(৩৪) বিমল ভট্টাচার্যকে সব অভি্যোগ থেকে **অব্যাহতি দেওয়া হল** ।

(৩৫) অভিযুক্তকে দোষী **সাব্যস্ত করা হল**।

বিনয় করকে দল থেকে বহিষ্কারের ফলে দলের আভ্যন্তরীণ বিচারপ্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটছে। বহিষ্কৃত সদস্য বা তাঁর অনুগামীরা অন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন, যেমন তিনি বা তাঁর সমর্থকরা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে পারেন, উচ্চতর পরিচালকগোষ্ঠীর কাছে আবেদন জানাতে পারেন। কিন্তু সেইসব সম্ভাব্য পদক্ষেপ এখানে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। এখানে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে এখানে আলাপ আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা একটি প্রক্রিয়ার সমাপ্তি নির্দেশ করে। সেইকারণে সমাপ্তিদ্যোতক সাধারণ অতীতের প্রয়োগ। অন্য উদাহরণবাক্যগুলিতেও কালরূপের প্রয়োগের একই ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

এইক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের স্থানে ঘটমান বর্তমান ব্যবহার করলে বাক্যগুলি তাদের কৃতিসাধক চরিত্র হারায়। উদাহরণস্বরূপ ৩২ নং বাক্যটি যদি আমরা নিই:

(৩২ক) বিনয় করকে দল থেকে পাঁচ বছরের জন্য **বহিষ্কার করা হচ্ছে**।

পুনর্লিখিত বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এই যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই নয় যে বিবৃতিমুহূর্তে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্য উদাহরণবাক্যগুলি সম্বধেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

ভাববাচ্যে ঘটমান বর্তমানের কৃতিসাধক প্রয়োগ ঘটে যখন উল্লিখিত নিষ্পন্ন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য শ্রোতা বা শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা । এই কার্যের অনুষ্ঠানেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না, এই অনুষ্ঠিত কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের থেকে কোন আচরণ প্রত্যাশিত।

(৩৬) পথচারীদের **অনুরোধ করা হচ্ছে** তাঁরা যেন জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হন।
(৩৭) বেতারে একটি ঘোষকের পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত **আহ্বান করা হচ্ছে ।**
(৩৮) জনসাধারণকে **জানানো হচ্ছে** মেরামতের জন্য এই সেতুর উপর সমস্ত যান চলাচল আগামী সাতদিনের জন্য বন্ধ থাকবে ।
(৩৯) মৎস্যজীবীদের **সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে** তাঁরা যেন আজ গভীর সমুদ্রে মাঝ ধরতে না যান।
(৪০) সব নাগরিকের কাছে **আবেদন করা হচ্ছে** তাঁরা যেন বন্যাত্রাণে সাহায্য করেন।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ অতীতের বিকল্প প্রয়োগ সম্ভব নয়।

ভাববাচ্যে দেখা যাচ্ছে কৃতিসাধক প্রয়োগের জন্য একটিমাত্র কালরূপের প্রয়োগই সম্ভব --- সাধারণ অতীত অথবা ঘটমান বর্তমান। দুইয়ের মধ্যে প্রতিবিনিময় সম্ভব নয় --- যেমন কর্তৃবাচ্যে কোন কোন ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এছাড়া শুরুতে আমরা দেখেছি ভাববাচ্যে সাধারণ বর্তমানের কৃতিসাধক প্রয়োগ সম্ভব নয়।

উপসংহার: বিবৃতিমুহূর্তে অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ সমাপ্ত ঘটনা --- এই যদি মানদণ্ড হোত তাহলে কৃতিসাধক বাক্যে ইংরাজিতে ব্যবহৃত হোত simple present আর বাংলায় সাধারণ অতীত। কিন্তু এই তুলনামূলক আলোচনায় দেখা গেল কৃতিসাধক প্রয়োগে ইংরাজির ক্ষেত্রে কালরূপের প্রয়োগের ভিত্তি শুধু তার কালগত ও প্রকারগত বৈশিষ্ট্য যেখানে বাংলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উল্লিখিত ঘটনার প্রতি বক্তার দৃষ্টিভঙ্গী বা এই কার্যসাধনের মূলে বক্তার মানসিকতা। শুধুমাত্র বাক্যের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কার্যসম্পাদন নয়, সেই কার্যসম্পাদনের সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পর্বের সংযোগসূত্রটিও বাংলায় বিচার্য। দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈচিত্র্য বাংলায় ব্যবহৃত কালরূপের বহুত্বের মধ্যে প্রতিফলিত। এই আলোচনায় আমরা বাংলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কালরূপের প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছি।

আমাদের এই আলোচনা শুধুমাত্র কৃতিসাধক বাক্যের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা বাংলা ব্যাকরণে কালরপের বর্ণনার অসম্পূর্ণতা তুলে ধরেছি। চিরাচরিতভাবে ইংরাজি ও বাংলা কালরূপের মধ্যে যে সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত--- যেমন সাধারণ বর্তমান = simple present, ঘটমান বর্তমান = present continuous, সাধারণ অতীত = simple past --- তা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। এইসব সমীকরণের অবশ্যই ভিত্তি আছে , কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

এই তুলনামূলক আলোচনায় একই বাস্তবতাকে নির্দেশ করতে দুই ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপের মধ্যে যে ব্যবধান দেখা গেল তা কি দুই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের জীবনদর্শনের পার্থক্যের প্রতিফলন ? প্রশ্নটি আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, দার্শনিকেরা এই বিষয়ে ভেবে দেখতে পারেন।

উল্লেখপঞ্জী

১) দাস, রমাপ্রসাদ : *কৃতিসাধক কথা,* কথার কর্ম ও অপকর্ম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ ১০
২) তদেব, পৃ ১৪
৩) তদেব , পৃ ১১
৪) নাগ, গৌতমকুমার : *সাধারণ অতীত : বাংলা ব্যাকরণে ও বাস্তবে,* in International Journal of Humanities & Social Science Studies, Volume II, Issue III, 2015
৫) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : *আনন্দমঠ,* বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, উপন্যাসখণ্ড, কলকাতা সাক্ষরতা প্রকাশন পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৪, পৃ ৭১৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা রূপা, ১৯৮৮
দাশগুপ্ত, প্রবাল : কথার ক্রিয়াকর্ম, কলিকাতা, দেজ পাব্লিশার্স, ১৯৮৭
ভট্টাচার্য, সুভাষ : বাংলা ভাষার সাত সতের, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭
শ, রামেশ্বর : ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৩, বঙ্গাব্দ

Austin, J.L. : *How to do things with words*, London, Oxford University Press,1962
Comerie, B. : *Tense*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998
Leech, G.N. : *Meaning and the English Verb*, London, Longman, 1971
Palmer, F.R. : *The English Verb*, London and New York, Longman, 1987